ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

স্থাপিত- ২০১৮ খ্রি.
(প্রশাসন বিভাগ)
ময়মনসিংহ
www.mcc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন পরিষদের ১৭তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটু, মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ
সভার স্থান	ঃ	শহীদ শাহাবুদ্দিন মিলনায়তন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ
তারিখ	ঃ	৩০ জুন ২০২২ খ্রি.
সময়	ঃ	বেলা ১১.৩০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিতির তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট -'ক' দ্রষ্টব্য

সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত করা হয়। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

ক্রঃ	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	গত ১৬ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ	সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের গত ২০ জানুয়ারী ২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে কোন সংশোধনী/ সংযোজনী না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	১। গত ২০ জানুয়ারী ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	প্রনিক/সচিব মসিক
০২.	পবিত্র ঈদ- উল-আযহা পরবর্তী সময়ে বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা।	আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,মসিক সভায় জানান যে, মাননীয় মেয়র মহোদয় শারীরিক অসুস্থতার কারণে উক্ত সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত আছেন। তিনি মাননীয় মেয়র মহোদয়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং সেই সাথে সভার মাধ্যমে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন পরিকল্পনা, অগ্রযাত্রা কিভাবে গতিশীল ও ত্বরান্বিত করা যায় সেই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক তৈরীর লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সড়ক উন্নয়ন ও ড্রেনেজ নেটওয়ার্কসহ নাগরিক সেবা উন্নতকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম, সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্পের আওতায় সড়ক আলোকিত করণের জন্য বৈদ্যুতিক পুল স্থাপনসহ এলইডি বাতি স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জয়নুল উদ্যানের নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে গার্ডেন লাইট স্থাপন করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাত্রিকালীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডাম্পিং ষ্টেশনের পরিধি বৃদ্ধিসহ ডাম্পিং ষ্টেশনের অভ্যন্তরে বর্জ্য পরিবহনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার থেকে বর্জ্য কাভার্ড ভ্যানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে ডিসপোস করা হচ্ছে এবং মানব বর্জ্যকে রূপান্তর করা হচ্ছে জৈব সারে। কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় বিভিন্ন পয়েন্টে মাস্ক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হচ্ছে। করোনা থেকে জনগণের সুরক্ষায় নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রের সাথে		

মশক নিধনে নিয়মিত কার্যক্রমের সাথে ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হচ্ছে। এডিস মশা নিধনে নির্মাণাধীন বাড়ি, ছাদ, বাগান, পুরনো টায়ারের দোকান ও অন্যান্য বাড়ি পরিদর্শন করে ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। ড্রেন নর্দমায় মশার উৎপত্তিস্থল সনাক্ত করে মশা নিধনে লার্ভিসাইড ছিটানোর কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও ইপিআই, ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন, কৃমি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে মা ও শিশু সহায়তা ভাতা প্রদান, বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, অবৈধ দখল রোধ এবং কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষায় সরকারী নির্দেশনা বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে আসছেন। তিনি বলেন, মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যেমে জনগণের যে প্রত্যাশা তা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

অত:পর সভাপতি মহোদয় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে তিনি বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। তিনি দেশের মানুষের জন্য যেখানে যা প্রয়োজন তা করে যাচ্ছেন। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

সভাপতি মহোদয় বলেন, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নতুন সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ, ব্রিজ, কালভার্ট ও ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্যে সড়ক উন্নয়ন ও ড্রেনেজ নেটওয়ার্কসহ নাগরিক সেবা উন্নতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন ওয়ার্ডে উক্ত প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। পাশাপশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়াও জনসাধারনের বিনোদনের জন্য শেখ রাসেল শিশু পার্ক নামে একটি বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন হলে বিনোদন ব্যবস্থায় উন্নয়ন সাধিত হবে। তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে একটি বাসটার্মিনাল এবং একটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ সমন্বিত প্রকল্প অনুমোদন এর অপেক্ষায় আছে। তিনি বলেন, বর্তমানে ৩৩টি ওয়ার্ডেই উন্নয়নমূলক কাজ চলমান আছে। যদি কারো অবহেলার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষতি হয় তার দায়ভার আমাদের সকলের নিতে হবে। উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা ও বাধার সৃষ্টি না হয় সে দিকে কাউন্সিলরদের সজাগ দৃষ্টি ও নিজ দায়িত্বে সমাধান করার জন্য আহবান জানান। তিনি বলেন, আমরা সকলেই এই নগরীর মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের কাজ করতে হবে। তাহলেই প্রতিটি ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমভাবে উন্নীত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি কাজের গুণগতমান যেন ঠিক থাকে সেদিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি উপস্থিত প্রকৌশল বিভাগের সকলকে তার

		কাউন্সিলদের সাথে পরামর্শ করে কাজের কোন বাধা আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। বিগত বছরগুলোতে ভারী বর্ষণে অনেকাংশে পানিতে তলিয়ে যেত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় আমরা ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে এ সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি। আমরা জানুয়ারি থেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত করে যাচ্ছি যার ফলে নগরীর ড্রেন ও খালগুলোতে পানির প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আমরা খাল এবং বড় বড় ড্রেনগুলোর খনন এবং ময়লা অপসারণ অব্যাহত রেখেছি। কিন্তু নাগরিকদের অসচেতনতায় খাল এবং ড্রেনে ময়লা ফেলার কারণে পানি প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটে থাকে। তিনি নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।		
		২নং আলোচ্যসূচীর উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জনাব সৈয়দ শফিকুল ইসলাম মিন্টু, কাউন্সিলর ৬নং ওয়ার্ড বলেন যে, মাননীয় মেয়র মহোদয় করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। আমরা তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। তিনি যেন দ্রুত আমাদের মাঝে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী সময়ে বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের সকলকেই এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩৩টি ওয়ার্ডে কোরবানীর স্থান নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের নিকট থেকে তালিকা সংগ্রহ করে তালিকা অনুযায়ী কোরবানীর নির্দিষ্ট স্থান হিসেবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি স্থানে ১টি করে ব্যানার, স্থানসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পর্যাপ্ত পরিমাণ বস্তা এবং ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ এবং পবিত্র ঈদ-উল আযহা পরবর্তী সময়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোরবানীর বর্জ্য দ্রুত অপসারনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব সিরাজুল ইসলাম উক্ত বিষয়ে একমত পোষণ করেন। সভাপতি মহোদয় কোরবানী পুশুর হাটের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, আইন শৃঙ্খলাবাহিনী, বাংলাদেশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রানি সম্পদ বিভাগের সমন্বয়ে জাল নোট সনাক্তকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, যেহেতু কোভিড-১৯ উর্ধ্বমুখী এজন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাট পরিচালনা করতে হবে। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কোরবানীর হাট সমূহের পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ইজারাদারকে অবহিত করা এবং ঈদ-উল-আযহার কোরবানীর জন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত স্থানে কোরবানীর জন্য মাইকিং এবং প্রচার প্রচারণা চালিয়ে সচেতন করতে হবে। মাননীয় মেয়র মহোদয় উপস্থিত প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, কোরবানী পশুর বর্জ্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপসারণ করে নগর পরিষ্কার করতে হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহবান জানান। বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২। কোরবানীর জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক স্থান নির্ধারণ এবং নির্ধারিত স্থানে কোরবানীর পশু জবাই করা। ৩। কোরবানী পশুর বর্জ্য ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে অপসারন নিশ্চিত করা। বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যাগ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজের জন্য ব্লিচিং পাউডার,জনসচেতনতার জন্য ব্যানার, ফেষ্টুন, লিফলেট এবং স্থানীয় মসজিদসমূহে প্রচারের ব্যবস্থা। ৪। কোরবানীর হাটসমূহ ইজারা প্রদান। পশুর হাটে জাল টাকার নোট সনাক্তের বুথ এবং কোরবানীর পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্বাস্থ্য এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, মসিক প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, মসিক

০৩.	সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত আলোচনা।	অতপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে জনাব মো: সৈয়দ শফিকুল ইসলাম মিন্টু বলেন, নগরবাসীকে উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে হলে আয় বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করে সিটি কর্পোরেশনকে স্বাবলম্বী হতে হবে। রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে তার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে নিয়মিত রাজস্ব আদায় কমিটির সভা করে সুপারিশ প্রদান এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমকে বেগবান করার মত প্রকাশ করেন। উক্ত বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। মাননীয় মেয়র প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে ট্রেড লাইসেন্স ও ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। সভাপতি মহোদয় বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে আমাদের রাজস্ব আয়ে অনেকটাই ঘাটতি রয়েছে। বিগত ৩ বছরে রাজস্ব আদায়ে আমরা তেমন কোন সুফল পায়নি তবে এভাবে চলতে থাকলে টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। ট্যাক্সগুলো আদায় করতে হবে। যদি ট্যাক্স আদায় ঠিকমত না হয় তবে আমাদের বার্ষিক বরাদ্ধ কমে আসবে। মাসিক সম্মানী, কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা, বিদ্যুৎ বিল, জ্বালানীসহ আনুসঙ্গিক ব্যয় রাজস্ব আয়ের উপর নির্ভরশীল।তিনি বলেন নাগরিকদের দাবীর প্রেক্ষিতে এসেসমেন্টএ সকল আবাসিক হোল্ডিং এর বার্ষিক দাবীর ৪০% হ্রাস করা এবং এককালীন পরিশোধে ১০% ছাড় করা হয়েছে। রিভিউ আবেদনের প্রেক্ষিতে মানবিক দিক বিবেচনায় শুনানী করে ১০% হতে ৩০% হ্রাসকৃত হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয়েছে। অনেকেই রিভিউ আপিল করতে না পারার কারণে আবেদন করেছেন সম্মানিত নাগরিকদের পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে কিভাবে সহনীয় মাত্রায় আনা যায় সেদিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে সভায় সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	৫। সকল আবাসিক হোল্ডিং এর বার্ষিক দাবীর ৪০% হ্রাস করা এবং এককালীন পরিশোধে ১০% ছাড় দেয়া। রিভিউ আবেদনের প্রেক্ষিতে মানবিক দিক বিবেচনায় শুনানী করে ১০% হতে ৩০% হ্রাসকৃত হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ। নির্দিষ্ট সময়ে আপিল করতে না পারার কারণে সম্মানিত নাগরিকদের পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে ট্যাক্স কিভাবে সহনীয় মাত্রায় আনা যায় সে ব্যাপারে মাননীয় মেয়র মহোদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, মসিক
০৪.	সিটি কর্পোরেশনের আয় ব্যয় সম্পর্কিত আলোচনা হিসাব বিভাগ	সভায় হিসাব বিভাগ কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের জানুয়ারী-মে/২২ মাসের মাসিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	৬। সিটি কর্পোরেশনের জানুয়ারী-মে/২২ মাসের মাসিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব বিবরণী পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মসিক
০৫.	বিবিধ	বিবিধ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে জনাব মো: ফজলুল হক, কাউন্সিলর ১৪ নং ওয়ার্ড বলেন যে, চরপাড়া রাস্তার উপর একটি গেইট সিটি কর্পোরেশন থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। কিছুদিন পর সেই আগের স্থানেই গেইট স্থাপন করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে গেইট উচ্ছেদ করা এবং পুনরায় স্থাপনের কারণে জরিমানা করার জন্য প্রস্তাব করেন। জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সিলর ২০নং ওয়ার্ড বলেন যে, উন্নয়নের পাশাপাশি ওয়ার্ডে সেবার মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজে আবর্জনা অপসারণের জন্য লেবার সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সড়ক বাতির ব্যবস্থা বৃদ্ধি করার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনাব মো: মহবুবুর রহমান দুলাল, প্যানেল মেয়র-২ উক্ত বিষয়ে এক মত পোষণ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সড়ক বাতির ব্যবস্থা এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	৭। নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। ৮। উন্নয়নের পাশাপাশি ওয়ার্ডসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম এবং সড়ক বাতির ব্যবস্থা।	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মসিক প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী বিদ্যুৎ, মসিক

	জনাব মো: মোস্তফা কামাল, কাউন্সিলর ২২ নং ওয়ার্ড বলেন যে, জন্ম নিবন্ধন কাজে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন টিকা কার্ড, স্কুল সার্টিফিকেট, ডাক্তারের নিকট থেকে প্রত্যয়ন পত্র আনতে হয়। অনেকের টিকা কার্ড অথবা স্কুল সার্টিফিকেট না থাকায় ডাক্তারের নিকট থেকে বয়স প্রমাণের প্রত্যয়ন পত্র আনতে হয়। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এমতাবস্থায় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত ডাক্তার এর প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি আরও বলেন, ওয়ার্ডের জনগণের সুবিধার্থে নিজ উদ্যোগে জন্ম নিবন্ধন ফরম একসাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফরম এর মূল্য পরিশোধ করে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড অফিস থেকে বিতরণের জন্য সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন বিল্ডিং এর প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন এর সময় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদেরকে অবগত করে মতামত নেয়া উচিত। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি মহোদয়ের নিকট আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, ওয়ার্ডের ডাস্টবিনসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে না। ডাস্টবিনসমূহ নিয়মিত পরিষ্কারের দাবী জানান।	৯। জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম দ্রুত এবং সহজ করণের লক্ষ্যে কাউন্সিলরগণ জন্ম নিবন্ধন ফরম এর নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে চাহিদা মাফিক ফরম সংগ্রহ এবং ওয়ার্ড কার্যালয় থেকে বিতরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, মসিক
	আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন বলেন যে, ১৩নং ওয়ার্ড ৩নং অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় জনসাধারণকে ৩নং অঞ্চলে গিয়ে জন্ম নিবন্ধন সহ বিভিন্ন কার্যক্রম করতে হচ্ছে। এতে যাতায়াতের সমস্যা এবং জনসাধারণের কষ্ট হচ্ছে। এমতাবস্থায় জনস্বার্থে ৩নং অঞ্চল থেকে ১৩নং ওয়ার্ড বিয়োজন করে নতুন অঞ্চল সৃষ্টি করে ওয়ার্ডগুলি পুন: সংযোজন এবং বিয়োজনের মাধ্যমে পূনর্গঠনের দাবী জানান।	১০। জনগণের দ্বারগুরায় সেবাগুলো পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনগনের চাহিদার কথা বিবেচনা করে আরও ২টি অঞ্চল অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রনিক/সচিব মসিক
	জনাব মনোয়ার হোসেন, কাউন্সিলর ২৫নং ওয়ার্ড জানান যে, রাস্তার উপর পিডিবি এর বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপনের কারণে ঠিকাদার রাস্তায় ঢালাই কাজ করিতে অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তা থেকে বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি মহোদয়ের নিকট দাবী জানান। তিনি আরও বলেন বিল্ডিং এর প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে ভবণ নির্মাণস্থল সরজমিন পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। এটি করা হলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত থাকবেন। এছাড়াও তাঁর ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশন, রাস্তা ও সড়ক বাতির ব্যবস্থা দ্রুত করার জন্য অনুরোধ করেন। জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, কাউন্সিলর ২৯নং ওয়ার্ড সভায় জানান যে, ২৯ ওয়ার্ডের রাস্তা সমূহের অবস্থা খুবই খারাপ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাই। সামান্য বৃষ্টি হলে এলাকা জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। রাস্তা সংস্কার ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। তিনি আরও বলেন যে সকল রাস্তা টেন্ডার হয়েছে এবং ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক ঠিকাদারদের কাজ নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি	১১। আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের নিয়ে নিয়মিত সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১২। প্রতিবন্ধকতা দূর করে রাস্তা উন্নয়ন কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, মসিক প্রধান প্রকৌশলী, মসিক

		জনাব নিয়াজ মোর্শেদ, কাউন্সিলর ৫নং ওয়ার্ড সভায় জানান যে, তার ওয়ার্ডে আনন্দ মোহন কলেজ, জিলা স্কুল এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ন্যাপ সহ একাধিক স্কুল কলেজ রয়েছে। আনন্দ মোহন কলেজ এর ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কলেজের সামনের রাস্তাটি বন্ধ থাকে। বাইপাস রাস্তাদিয়ে চলাচল করতে হয়। বর্তমানে বাইপাস রাস্তাটির বেহাল অবস্থা, যানবাহন চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে তাই রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করার জন্য সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	১৩। আনন্দ মোহন সরকারী কলেজ এর সামনে বাইপাস রাস্তাসহ অন্যান্য ওয়ার্ডের জনগুরুত্বপূর্ণ রাস্তা চিহ্নিত করে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রধান প্রকৌশলী, মসিক
		জনাব মো: শফিকুল ইসলাম, কাউন্সিলর ২৬নং ওয়ার্ড সভায় জানান যে, ২৬নং ওয়ার্ডের অধিকাংশ এলাকা সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতার কারণে পানি বাহিত রোগ কলেরা, ডায়েরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। রাস্তা সংস্কার এবং পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। তিনি আরও বলেন রাস্তায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা না থাকায় রাতের বেলায় চুরি ছিনতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার জন্য সভাপতি মহোদয়ের নিকট দাবী জানান। জনাব সৈয়দ শফিকুল ইসলাম মিন্টু, কাউন্সিলর ৬নং ওয়ার্ড উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করে জনস্বার্থে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। ২৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব সাব্বির ইউনুস সভায় জানান যে, তার ওয়ার্ডে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। রাস্তা সংস্কার ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।	১৪। জলাবদ্ধতা নিরসন এর লক্ষ্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	প্রধান প্রকৌশলী, মসিক
		জনাব মো: এমদাদুল হক মন্ডল, কাউন্সিলর ৩২ নং ওয়ার্ড বলেন, রেল লাইন পাড় হয়ে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা তৈরীর জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। কিন্তু রাস্তার দুই পার্শ্বে গাছ থাকায় ঠিকাদার রাস্তাটি তৈরী করতে পারছে না। তিনি বলেন ১৯৯৭ সালে ওয়ার্ল্ডভিষ্কা কর্তৃক রাস্তার দুই ধারে গাছ লাগানো হয়। সেই সময় ইউনিয়ন পরিষদের সাথে চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল গাছ বিক্রির সময় ৫৫% রক্ষণাবেক্ষণ, ২০% রাস্তার দুই সাইডে যাদের জমি এবং ২৫% ইউনিয়ন পরিষদ কে দিতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় রাস্তার কাজটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বন বিভাগের সাথে আলোচনা করে গাছগুলি বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। তিনি আরো বলেন, ব্রীজ থেকে শম্ভুগঞ্জ কুরের পাড় পর্যন্ত গাছ লাগানো হয়েছিল এবং সড়ক ও জনপথের সাথে তৎকালীন ইউনিয়ন পরিষদের উল্লিখিত অনুরূপ চুক্তিপত্র হয়েছিল। বর্তমানে গাছগুলি কাটা হয়েছে। চুক্তিপত্র অনুয়ায়ী ২৫% অর্থ সিটি কর্পোরেশন তহবিলে জমা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবী জানান।	১৫। ৩২ নং ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট রাস্তার গাছসমূহ কর্তন এবং চুক্তিপত্র মোতাবেক গাছ বিক্রির অর্থ আদায়ে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	সচিব, মসিক
		জনাব মো: ফরহাদ আলম, কাউন্সিলর ১১নং ওয়ার্ড বলেন, লক্ষ করা যাচ্ছে যে, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একটি বহুতল ভবন নির্মাণ করিতে প্রায় ৫/৬ বছর সময় লেগে যায় । উক্ত সময়ে রড, ইট, বালু, সিমেন্ট বোঝাই মালবাহী ট্রাক চলাচলের কারণে রাস্তা নষ্ট করছে। অনেকেই রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী রেখে কাজ করার কারণে রাস্তা দিয়ে চলাচলের প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে। পাইলিং ... মাটি দিয়ে ড্রেন ভরাট করছে এতে আশপাশ	১৬। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অনুমোদনকৃত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে কি না সিটি কর্পোরেশন থেকে সরজমিন পরিদর্শন এবং অনুমোদনকৃত নকশার বর্হিভূত নির্মাণসমূহ চিহ্নিত করে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রধান প্রকৌশলী মসিক

	ময়লা পানির উপর দিয়ে জনসাধারণের চলাচল করতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, অনেকেই তার অনুমোদনকৃত নকশা অনুযায়ী ভবন তৈরী করছেন না। অনুমোদনকৃত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে কি না সিটি কর্পোরেশন থেকে সরেজমিন পরিদর্শন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, অনুমোদনকৃত নকশার বর্হিভূত নির্মাণসমূহ চিহ্নিত করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন অঞ্চল ভিত্তিক নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষে ৩টি অঞ্চলের জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। ৩টি অঞ্চল এর অনুমোদন পাওয়াগিয়াছে । ইতিমধ্যে ৩টি অঞ্চলেই অঞ্চল ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অনেক সার্ভিস আমরা দিতে শুরু করেছি। আমাদের লক্ষ হলো জনগণের দ্বারগোড়ায় সেবাগুলো পৌছে দেয়া। আমরা যদি ৫টি অঞ্চল করতে পারি তবে জনগণকে আরও সুবিধা দিতে পারবো। তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনগণের চাহিদার কথা বিবেচনা করে আরও ২টি অঞ্চল এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের নিয়ে নিয়মিত সভা আয়োজনের বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতি আহবান জানান। বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ইকরামুল হক টিটু)
মেয়র
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
ময়মনসিংহ।
ফোনঃ-০২৯৯৬৬৬৬৭৩৯(অফিস)
তারিখ : ১০/০৫/২২

স্মারক নংঃ ৪৬.২১.৬১০০.০০৪.১৮.০০১.২২.১০৯২

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ-
১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ-
১। প্যানেল মেয়র ১/২/৩, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।
২। কাউন্সিলর/সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর (সকল) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।
৩। সচিব, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল), ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।
৫। শাখা প্রধান (সকল), ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।
৬। সংশ্লিষ্ট নথি।
৭। অফিস কপি।

(মো: ইউসুফ আলী)
যুগ্মসচিব
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
ময়মনসিংহ
ফোন ঃ ০২৯৯৬৬৬৭৪৪৬
E-mail : ceo.mcc2018@gmail.com